আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: নিঃস্বদের সাথে রাসূল (স:) আর আচরণ কেমন ছিল এবং এ সম্পর্কে কি নির্দেশ দিয়েছেন-১

দৈনন্দিন প্রয়োজন যে মেটাতে পারে না তাকেই নিঃস্ব বলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা, চিকিৎসা ও মৌলিক চাহিদা গুলো যে তার নিজের ও পরিবারের মেটাতে পারে না তাকেই নিঃস্ব বলা হয়।

১. রাসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের দারিদ্রতা নিয়ে চিন্তিত নই, যে রকম চিন্তিত তোমাদের অতিরিক্ত ধনী হওয়া নিয়ে। অতিরিক্ত ধনী হওয়াটা তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে, যেমন অতীতের লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তোমরা একে অপরের সাথে বেশি ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতা করবে, যেমন অতীতের লোকেরা করেছিল। এই প্রতিযোগিতাই অতীতের জাতিদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, এবং তোমাদের এই প্রতিযোগিতাই ধ্বংস করে দিবে। (বুখারী ৪০১৫)

২. রাসূল (স:) আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি "অবিশ্বাসী" (disbelief) হওয়া থেকে এবং "দারিদ্রতা" (Poverty) থেকে। তিনি আরো দোয়া করেছেন, ঋণ (Debt) পরিশোধ করতে আমাদেরকে সাহায্য করো এবং দারিদ্রতা (Poverty) থেকে আমাদের রক্ষা করো। (আবু দাউদ ৫০৯০, মুসলিম ২৭১৩, ইবনে মাজাহ ৩১৩৮)

৩. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স:) তার সম্পদ থেকে তার পরিবারের জন্য খরচ করতেন এবং উদ্ধৃত সম্পদ গরীব ও নিঃস্বদের জন্য ব্যয করতেন। (আবু দাউদ ২৯৭৫, বুখারী ২৯০৪, মুসলিম ১৭৫৭)

৪. খাইবার বিজয়ের গণিমতের এক পঞ্চমাংশ (One fifth) আল্লাহর নির্দেশ রাসূল (স:) পেয়েছিলেন। তিনি তার প্রাপ্ত গনিমত তিন ভাগ করলেন। দুই ভাগ (two third) তিনি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এক ভাগ (one third) তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করলেন এবং এই One third (এক ভাগ) থেকে যা উদ্ধৃত হলো তা তিনি মুজাহিরদের মধ্যে বিতরণ করলেন। (আবু দাউদ ২৫৭৭, ২৯৬৭)

৫. নিজের পরিবারের নুন্নতম খাবার ও কাপড় ব্যাতীত রাসূল (স:) আর সমস্ত সম্পদ দানের (charity). নবী রাসূলগণ কোনো সম্পদ উত্তরাধিকার (inheritance) হিসাবে রেখে দুনিয়া ত্যাগ (ইন্তেকাল) করেন না। (বুখারী ২৯০৪, মুসলিম ১৭৫৭, আবু দাউদ ২৯৭৫)

৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা;) বর্ণনা, আমরা রাসূল (স:) এর সাথে ছিলাম, দিনের প্রথমভাগে মুদার (Mudhar) গোত্রের কিছু লোক রাসূল (স:) কাছে আসলো, তারা খালি পায়ে ছিল এবং প্রায় উলঙ্গ ছিল, লেপার্ডের চামড়া দিয়ে বা অল্প কাপড় দিয়ে কোনো রকমে গা ঢেকে রেখেছিল, মাথার উপরের অংশ গর্তের মতো খালি ছিল এবং কাঁধে একটি তলোয়ার ঝুলছিল। তাদের এ অবস্থা দেখে রাসূল (স:) এর চেহারায় বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি নিজ বাড়ির ভেতরে গেলেন এবং ফিরে এলেন (বোধ হয় বাড়িতে কিছুই ছিল না) এবং বেলাল (রা:) কে আজান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন, সূরা ৪ আন নিসা আয়াত ১

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী। (সূরা আন নিসা ৪:১)

এবং পরে কুরআনের আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, সূরা ৫৯ হাশর আয়াত ১৮

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা হাশর ৫৯:১৮)

তারপর বললেন, কেউ দান করুক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) , কেউ দান করুক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), কেউ দান করুক কাপড়, কেউ দান করুক গম, কেউ দান করুক খেজুর, কেউ দান করুক অর্ধেক খেজুর।

আনসারদের একজন একবস্তা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে এলেন, যেটা তার পক্ষে বহন করা কষ্ট হচ্ছিলো। তারপর সকলেই কিছু না কিছু দান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল! আমি দেখলাম, খাদ্য ও কাপড়ের বিরাট দুটি স্তুপ (heaps) হয়ে গেছে। আমি দেখতে পেলাম রাসূল (স:) মুখে আনন্দের হাসির চিহ্ন, স্বর্ণের মতো হাসির চিহ্ন। এরপর রাসূল (স:) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সূচনা করে এবং পরে যারা এ কাজ অনুসরণ করে, তারা পুরস্কার পাবে, যিনি শুরু করেছিলেন তিনিও পুরস্কার পেতে থাকবেন কিন্তু যারা অনুসরণ করেছে তাদের পুরস্কার মোটেও কমবে না। যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সূচনা করে এবং যারা এই মন্দ কাজে তাকে অনুসরণ করে, তারা তাদের প্রতিফল পাবে, এবং এই মন্দ কাজের সুচনাকারীও একই প্রতিফল পাবে, যারা অনুসরণ করেছে তাদের প্রতিফল মোটেও কমবে না। (মুসলিম ১০১৭)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন রাসূল (স:) কে অনুসরণ করে আমরা গরীব ও নিঃস্বদের দান-খয়রাত করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/